بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে সংঘঠিত কতিপয় সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই যুদ্ধাভিযানগুলির মাঝে একটি হলো, **সারিয়্যা গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)**। হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) ৩০ জন সাথীকে নিয়ে ফাদাক অভিমুখে অভিযানে গিয়েছিলেন আর বনু মুররার লোকেরা তাঁর সকল সাথীকে শহীদ করেছিল। যখন মহানবী (সা.) -কে এই খবর জানানো হলো, তখন তিনি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দুশ' সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। মুসলমানরা এই অভিযানে সফল হয় এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও লাভ করে।

আরেকটি হলো, **হযরত শূজা বিন ওয়াহাব (রা.)-র যুদ্ধাভিযান**। ৮ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে এটি সংঘঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযানের বিস্তারিত বিবরণ হল- মহানবী (সা.) এর কাছে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ আসছিল যে, মক্কা অঞ্চলের বনু হাওয়াযিন গোত্র ইসলামের শত্রুদের সহায়তা করছে এবং মুসলমানদের মিত্র গোত্রের সদস্যদের লুটপাট করে বন-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) ৮ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে শুজা' (রা.)-কে ২৪ জন মুজাহিদসহ পাঠালেন হাওয়াযিন গোত্রকে দমন করার জন্য। এদের বনু আমিরও বলা হতো। হযরত শুজা' (রা.) রাতের বেলা যাত্রা করতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করতেন। এক সকালে তারা অতর্কিতে বনু আমিরের ওপর চড়াও হলেন এবং আক্রমণ চালালেন। হযরত শুজা' (রা.) মুজাহিদদের আদেশ দিলেন যেন তারা তাদের পিছু ধাওয়া না করে। এ অভিযানে তারা বেশ কিছু সংখ্যক উট ও ছাগল লাভ করেন এবং সেগুলো নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা

Scanned with OKEN Scanner

হলে প্রত্যেকের ভাগে পনেরোটি করে উট আসে। এই অভিযান মোট পনেরো দিন স্থায়ী হয়েছিল।

এরপর আসে **সারিয়্যা কা'ব বিন উমায়ের গিফারী (রা.)**-এর কথা। এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ৮ হিজরীর ৮ রবিউল আওয়ালে। মহানবী (সা.) তাঁকে পনেরোজন সাহাবীসহ 'যাতে ইতলাহ' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে পাঠান, যা ছিল ওয়াদি আল-কুরার পিছনের অঞ্চল। যখন তাঁরা 'যাতে ইতলাহ'-এর কাছাকাছি পৌঁছান, তখন শত্রুপক্ষের এক গুপ্তচর তাঁদের দেখতে পেয়ে দ্রুত নিজ দলের কাছে খবর পৌঁছে দেয়। শত্রুরা একটি বড় বাহিনী গঠন করে প্রস্তুত হয়। সাহাবীরা তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং উপর্যুপরি তিরবর্ষণ শুরু করে। সাহাবীরা তাদের প্রতিরোধ করে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন, এমনকি সকল সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আহত অবস্থায় প্রাণে রক্ষা পান। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন **কা'ব বিন উমায়ের (রা.)** নিজেই। উল্লেখ আছে যে, তিনি রাতের আঁধারে রওনা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছান এবং পুরো ঘটনা বিবৃত করেন। এই সংবাদ মহানবী (সা.) -এর অন্তরে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাহিনী পাঠাতে মনস্থ করেন, কিন্তু পরে জানতে পারেন যে শত্রুরা ওই স্থান ছেড়ে চলে গেছে। ফলে তিনি আপাতত সে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন।

এরপর আসে **মূতা'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা,** যা সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। মূতা ছিল সিরিয়া ভূখণ্ডে, যা মদীনা থেকে প্রায় ছয়শত মাইল দূরে অবস্থিত। এই যুদ্ধাভিযানের কারণ ছিল মুসলমানদের দূত **হযরত হারেস বিন আমর (রা.)**-এর নির্মম শহীদ হওয়া, যা মহানবী (সা.)-এর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন আমর (রা.)-র মাধ্যমে গাসসান গোত্রের নেতা যে রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে বসরার শাসকও ছিল তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন অথবা সম্ভবত সরাসরি রোমান সম্রাটকে উদ্দেশ্য করেই পত্র লিখেছিলেন, যাতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে রোমান গোত্রগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং ইতোমধ্যেই পনেরজন মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই পত্র হারিস (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। হযরত হারেস (রা.) মূতা পৌঁছালে আসান গোত্রের এক নেতা **শুরাহ্‌বীল** তাঁকে আটক করে হত্যা করে।

মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেয়ে অনেক ব্যথিত হন এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)- র সেনাপতিত্বে তিন হাজার মুসলমান সৈন্যকে মূতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, **যদি যায়েদ শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন আবী তালিব সেনাপতি হবে আর যদি জাফর শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা সেনাপতি হবে আর যদি আব্দুল্লাহ্ শহীদ হয় তাহলে মুসলমানরা যাকে চাইবে সেনাপতি মনোনীত করবে।**

এ সময় নু'মান নামক এক ইহুদী সেখানে অবস্থান করছিল। সে বলে, হে আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্য নবী হন তাহলে যাদের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন তারা সবাই একে একে শাহাদত বরণ করবেন। এরপর সে হযরত যায়েদ (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে, মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য নবী হন তাহলে তুমি আর জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি বাঁচি-মরি তাতে কি যায় আসে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য নবী।

এ সময় যখন মহানবী (সা.) সেনাপতি নিযুক্ত করছিলেন, তখন জাফর (রা.) আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা.), আমি ভাবিনি যে আপনি যায়েদকে আমার ওপর নেতৃত্ব দেবেন।' উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তুমি চল; তুমি জান না কোনটা উত্তম।" অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-র হাতে

Scanned with OKEN Scanner

একটি সাদা পতাকা দিয়ে বলেন, 'হযরত হারেস (রা.)-এর শাহাদতের স্থানে পৌঁছে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করবে, কিন্তু যদি এমনটি না করে তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

মহানবী (সা.) তাদের বিদায় দানের সময় কিছু নীতিগত উপদেশ প্রদান করেন যে, "আমি তোমাদের খোদাভীতির এবং তোমাদের সঙ্গী মুসলমানদের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শনের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধাভিযানে যাও এবং অস্বীকারকারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। কখনো প্রতারণা কোরো না, কখনো বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না, কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা কোরো না, কোনো নারী বা বৃদ্ধকে হত্যা কোরো না। কোনো খেজুর গাছ কেটে ফেলো না, কোনো গাছ নিধন কোরো না, কোনো ভবন ধ্বংস কোরো না।" এরপর সেনাপতিকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন: "যখন কোনো মুশরিকের সম্মুখীন হও, তখন তাকে তিনটি বিষয়ে আহ্বান জানাও। যদি সে এর যেকোনো একটি গ্রহণ করে, তাহলে তাকে গ্রহণ করে নাও এবং তাকে কষ্ট দিও না।

তাদের বলবে যেন তারা তাদের শহর ছেড়ে মুজাহিরদের শহরে চলে আসে। যদি তারা তা করে, তবে তাদের জন্য মুজাহিরদের সমান অধিকার এবং দায়িত্ব থাকবে। যদি তারা তা না করে, তবে তাদের বলবে মুসলিম বেদুঈনদের মধ্যে বাস করতে। তাদের জন্য মুসলমানদের মতো বিধান থাকবে, তবে তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোনো অংশ পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুসলমানদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। যদি তারা এটিও প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের থেকে জিজিয়া (কর) দাবি করো। যদি তারা দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো এবং তাদের কষ্ট দিও না। আর যদি তারা জিজিয়াও না দেয়, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।" মহানবী (সা.) আরও বলেন: "অতঃপর যদি তুমি কোনো দুর্গ বা শহর অবরোধ করো আর তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তার রসূলের যিম্মা চায় তাহলে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যিম্মায় ছেড়ে দিও না।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মূতা'র যুদ্ধে মহানবী (সা.) কর্তৃক কয়েকজনকে সেনাপতি মনোনীত করার বিষয়ে বলেন, এটি ঠিক সেভাবে পূর্ণ হয়েছে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছিলেন অর্থাৎ, প্রথমে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) শহীদ হন। এরপর হযরত জাফর বিন আবী তালেব (রা.) শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)ও শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর মুসলমানদের প্রস্তাবে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কিত আলোচনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন শহীদ ও মরহুমের স্মৃতিচারণ করবো এবং নামাযের পরে তাঁদের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব।

১. মুকাররম চৌধুরী নযীর আহমদ চীমা সাহেবের পুত্র **শহীদ মুকাররম লায়েক আহমদ চীমা সাহেব**। গত ১৮ই এপ্রিল জুমুআর দিন করাচিতে বিরোধীদের একটি দল চীমা সাহেবকে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। শহীদ সাহেবের বয়স ছিল ৪৭ বছর। তিনি একটি ওয়ার্কশপ চালাতেন এবং তাঁর সততার জন্য ব্যবসায় ব্যাপক প্রসার লাভ করেন। তিনি মুসি ছিলেন, নিষ্ঠাবান জামা'তের কর্মী, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদগুজার, সদালাপী, সাহসী ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। জামা'তীয় দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। শহীদ হওয়ার দুই দিন আগে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি কুরআন কারীমের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পরিবারে

Scanned with OKEN Scanner

রয়েছেন দুই স্ত্রী, সাত সন্তান এবং ভাই-বোনেরা।

হুযূর (আই.) বলেন, আজও কসূরের এক গ্রামে এক আহমদী যুবককে শহীদ করা হয়েছে যার বিবরণ আগামীতে উল্লেখ করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচারিদের দ্রুত পাকড়াওয়ের ব্যবস্থা করুন। তাদের জন্য কেবল এ দোয়াই করছি যে, **আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহীকা**। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও এবং টুকরো টুকরো করে ফেলো।)

২. **মুহতারমা আমাতুল মুসওয়ার নূরী সাহেবা**, পত্নী ডাঃ মাসউদুল হাসান নূরী সাহেব - কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি ছিলেন হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর নাতনি এবং হযরত নওয়াব আমাতুল হাফীজ বেগম সাহেবা (রা.)-এর দৌহিত্রী। হুযূর (আ.) বলেন, 'তিনি আমার চাচাতো বোন ছিলেন।' তিনি ছিলেন মুসিয়া, নিয়মিত নামায-রোযাকারী, ধৈর্যশীলা, দীনদার, কুরআন প্রেমিক, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক অধ্যয়নকারী এবং ওয়াকফে যিন্দেগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী।

৩. **জনাব হাসান সানোগো আবু বকর সাহেব**, স্থানীয় মুবাল্লিগ, বুরকিনা ফাসো - তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি স্থানীয় ভাষায় কুরআন শিক্ষাদান করতেন এবং তা রেডিওতে সম্প্রচারিত হতো। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, দাওয়াতপ্রিয়, সাহসী বক্তা ও হাস্যোজ্জ্বল চরিত্রের মানুষ। হুযূর আনোয়ার দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ যেন জামা'তকে এ ধরনের নিবেদিতপ্রাণ সেবক সর্বদা দান করতে থাকেন।'

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

25 April 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....................P.O.........................

Distt........................Pin.........W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat

Scanned with OKEN Scanner